দৈনিক ইত্তেফাক

MAR. 09 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... 9 ... কলাম ... 9 ...

ডিগ্রী (পাস) পরীক্ষার দীর্ঘমেয়াদী সময়সূচী প্রসঙ্গে

২০০১ সালের ডিগ্রী (পাস), সাবসিডিয়ারি ও সার্টিফিকেট কোর্স পরীক্ষা গত ১০-১-২০০২ তারিখ থেকে শুরু হয়েছে এবং শেষ হবে ১৮-৩-২০০২ তারিখে। আর এই দীর্ঘ সময় ধরে দেশের অধিকাংশ ডিগ্রীকলেজ বন্ধ অর্থাৎ প্রায় আড়াই মাস যাবৎ কলেজগুলোতে কোনো ক্লাস হচ্ছে না। ডিগ্রী পরীক্ষা শেষ হওয়ার এক মাস পরেই উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য কলেজগুলো আবার প্রায় এক মাসের জন্য বন্ধ হবে। এছাড়া শুক্রবারসহ অন্যান্য সরকারী ছুটি তো রয়েছেই। এখন কথা হলো, এই দীর্ঘমেয়াদী পরীক্ষা ইচ্ছে করলেই স্বল্পমেয়াদী করা যেতে পারে। যেমন এবার ইংরেজি (আবশ্যিক) পরীক্ষা ছিল ১০-২-২০০২ তারিখে। এর ১০ দিন পর শুরু হয় বাংলা (জাতীয়ভাষা)। এই গ্যাপের মধ্যে অবশ্য ইংরেজি (ইলেকটিভ) তিনদিন ছিল। ইলেকটিভ ইংরেজির পরই বাংলা (জাতীয়ভাষা) পরীক্ষা শুরু করা যেত। কিন্তু তা না করে (কোনো পরীক্ষা ছাড়া আরো ৭ দিন যোগ করে) ২০-১-২০০২ তারিখে নেয়া হলো বাংলা (জাতীয়ভাষা) এরপর ২২ থেকে ২৬ তারিখ পর্যন্ত উর্দু/ আরবি ফার্সি/পালি পরীক্ষা ছিল। এই বিষয়গুলো স্বল্পসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে থাকে। তাই বিষয়গুলোকে একেবারে শেষে রেখে প্রধান প্রধান বিষয়ের পরীক্ষা পরপর নিয়ে (যেমন ইংরেজি বাংলার পর দর্শন, ইতিহাস/ ইস. ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইত্যাদি) ২০/২৫ দিনের মধ্যেই পরীক্ষাগুলো শেষ করা যেতে পারে। ফলে ডিগ্রী কলেজসমূহও ২০/২৫ দিনের মধ্যে খুলে দেয়া যাবে। আর স্বল্পসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী যেসব বিষয় নিয়ে থাকে সেসব বিষয়ের পরীক্ষা কলেজে ক্লাস চলাকালীনও নেয়া যেতে পারে। উল্লেখ্য যে, ডিগ্রী (পাস) পরীক্ষাসমূহ যখন ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ছিল তখন একমাসের মধ্যেই পরীক্ষা শেষ হতো। কাজেই সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাসের সুবিধার্থে ডিগ্রী (পাস) পরীক্ষা উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার মতো এক মাসের মধ্যে শেষ করার জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আশরাফ পিন্টু,
প্রভাষক, বাংলা বিভাগ,
মনজুর কাদের মহিলা ডিগ্রী কলেজ,
বেড়া, পাবনা।

পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের ফলাফল ন-স্থগিত করা হয়েছে। বিভাগীয় প্রধানের পরামর্শে ১৭-১১-২০০১ তারিখে আমি আবেদনপত্রসহ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। ২০/২৫ দিনের মধ্যে ফলাফল কলেজে পাঠানো হবে বলে আমাকে আশ্বাস দেয়া হয়েছিলো। কিন্তু এ পর্যন্ত কলেজে ফলাফল পাঠানো হয়নি। ফলে ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে এবং কোনো চাকরির জন্য দরখাস্ত করতে পারছি না। এ অবস্থায়, সত্বর ন-স্থগিত ফলাফল প্রকাশের জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সমীপে বিনীত আবেদন জানাচ্ছি।

– জনৈক ছাত্র।